১ ইসলামেঃ

আপনাকে এ মর্মে বিশ্বাস করতে হবে যে, এ মহা বিশ্বের মাঝে যা কিছু আছে তার একজন স্রষ্টা আছেন। তিনিই আল্লাহ, তিনি একক, তাঁর কোন অংশিদার নেই। তিনি আকাশ সমূহের উপরে আছেন। তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত। তিনি এগুলোকে দেখছেন ও এদের কথা শুনছেন আর তিনিই ইবাদত উপাসনা পাবার একমাত্র হকদার। তিনি ছাড়া সকল কিছুর উপাসনা বর্জনীয়। আপনি আরো বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহ নিরর্থক মানুষকে সৃষ্টি করেননি, বরং তাদেরকে তাঁর ইবাদত বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে কিয়ামত দিবসে (হিসাবের দিন) পূর্নজীবিত করবেন এবং দুনিয়ায় তাদের কৃত কর্মের হিসাব নেবেন।

২ ইসলামঃ

আপনি আরো বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহর অনেক ফেরেস্তা রয়েছেন। যারা মানুষ হতে ভিন্ন জাতি। আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না। আল্লাহ নূর দ্বারা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রতি নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তন্মধ্যে জিব্রীল অন্যতম, আল্লাহর বাণী নবীদের নিকট পৌছানোর দায়িত্বে সে নিয়োজিত।

৩ ইসলামে ঃ

আপনি আরো বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহ তার নবীদের উপর বিভিন্ন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যেমন: তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর, আল কুরআন ইত্যাদি। আর এসব কিতাবের মাঝে সর্বশেষ হচেছ আল কুরআন, যা মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) উপর অবতীর্ণ করেন। এসব আসমানী কিতাব আল্লাহর ইবাদতের আদেশ দেয়- যার কোন শরীক নেই। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে দ্বীনের দুশমনরা-যারা অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে তাদের দ্বারা সে সব কিতাবে বিকৃতি ঘটে। তবে মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ আল কুরআনে কোন রূপ বিকৃতি ঘটেনি। বরং পারস্পারিক ভাবে যথা যোগ্য ব্যক্তিরা তা মুখস্থকরে ধারণ করে রেখেছে। এমনকি আল কুরআনের মাঝে কোন পরিবর্তন বা বিলুপ্তি থেকে সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজে গ্রহণ করেছেন এবং বিগত সকল কিতাব সমূহের উপর আল কুরআনকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এই আল কুরআনকে করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য এক বিস্ময়কর চ্যালেঞ্জ, যা বর্তমান যুগের মহাজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছেন।

৪ ইসলামে ঃ

আপনি আরো বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহ আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রথম মানুষ। আল্লাহ আদম সন্তানদেরকে নানা ভাবে পরীক্ষা করার জন্য তৈরী করেছেন। সময়ের বিবর্তনের সাথে মানুষও ক্রমান্বয়ে বিপথগামী হতে থাকে। তাদেরকে শয়তান বিভ্রান্ত করে ফেলে। ফলে তারা মূর্তি পুজা শুরুকরে দেয়। অতঃপর আল্লাহ মানুষের মধ্য হতেই তাঁর রাসূল (প্রেরিত

পুরুষ) পাঠাতে থাকেন, তাদের নিকট আল্লাহ বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য। সে বাণী হলোঃ একক আল্লাহর ইবাদত করা- তাঁর কোন শরিক নেই। রাসূলদের আনুগত্য করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা বর্জন করা। রাসূলদের মাঝে উল্লেখ যোগ্য হলেন ঃ নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা। তাঁদের মাঝে সর্বশেষ রাসূল হলেন মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁর পর আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। সকল নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাদেরকে ভাল না বাসা পর্যন্ত কোন ব্যক্তির ইসলাম সঠিক হবে না।

৫ ইসলামেঃ

আরো বিশ্বাস করবেন যে, এ বিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা সবই আল্লাহর ইছচায় ঘটছে। যা সংঘঠিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তবুও মানুষ উপায়-উপকরণ অবলম্বনের জন্য আদিষ্ট। তাকে তার কাজ-কর্মের ব্যাপারে দুনিয়া ও আখেরাতে জাবাবদিহি হতে হবে এবং তার প্রতিফলও তার উপর বর্তাবে। তাই ভাগ্যের বাহানা করে কাজ ত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। ভাগ্যের ব্যাপারে এ বিশ্বাস আপনাকে প্রশান্তিময় জীবন দান করবে।

৬ ইসলামঃ

ন্যায় বিচার, অনুগ্রহ প্রদর্শন, আত্মিয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, সৎচরিত্র, সত্যবাদিতা ইত্যাদি সকল উত্তম গুণাবলীর আদেশ করে এবং অবিচার, যেনা, চুরি, অপর ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ, নিরাপরাধ প্রাণ হত্যা, মিথ্যাচার ও অহংকার ইত্যাদি সকল প্রকার দুঃশ্চরিত্র থেকে মুক্ত থাকার আদেশ করে। এর পরও যদি কোন মুসলমান ব্যক্তির মাঝে কোন ত্রুটি -বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে তা ইসলামের পরিচয় বহন করবে না তা নিতান্ত সেই ব্যক্তিরই কাজ।

৭ ইসলামঃ

সাদা-কালো, ধনী-গরিব, আরব-অনারবের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে চলে সেই অধিক সম্মানিত।

৮ ইসলামঃ

সর্বক্ষণ তওবা করার আদেশ দেয়। কোন ব্যক্তি যদি পাপের কাজ করে ফেলে অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে কাজটি ত্যাগ করে ও আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অপর কোন ব্যক্তির অধিকার হরণ করে থাকলে তা তাকে ফেরত দেয়, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তার মাঝে ও তার তওবার মাঝে অন্য কেউ প্রতিবন্ধক হবে না, কেননা এই তওবা তার ও আল্লাহ তায়ালার মধ্যকার ব্যাপার। তিনি তাকে দেখেন, তার কথা শুনেন ও তার মনের খবর জানেন।

৯ ইসলামঃ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদেশ দেয় এবং মানুষকে কষ্ট দেয় এমন সব নোংরা বস্তুকে সর্বস্থান থেকে দূর করার আদেশ দেয়।

১০ ইসলামঃ

নারীকে সম্মান করা, ভরণ-পোষণ করা, সম্পদে উত্তরাধিকার প্রদান করা ও ন্যায় সঙ্গত দাম্পত্য জীবন-যাপন সহ তার যাবতীয় হক আদায় করতে আদেশ দেয়।

১১ ইসলামঃ

আল্লাহর বিধানের বিরোধী নায় এমন সব আধুনিক সুবিধাদি যা মানুষের জীবন যাত্রাকে সহজ করে দেয়,এমন সব বস্তুকে কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করে।

১২ ইসলামঃ

এর বিধানাবলী সুস্পষ্ট ও সহজ। ইসলামের প্রতিটি ইবাদত শারঈ দলীল ভিত্তিক, যা একজন মুসলিম অনুসরণ করে থাকে। এটা মানুষের তৈরি কোন রীতি-নীতি নয় বরং তা আল্লাহ প্রদত্ত। সকল মানুষকে তা মেনে নেওয়া উচিৎ।

১৩ ইসলামঃ

মানুষের জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকল প্রকার অপরাধ মোকাবেলা করে এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা করে। এ জন্য ইসলাম পাঁচটি মৌলিক অধিকার নির্ধারণ করেছে। আর তা হচ্ছে- বিবেক, জীবন, বংশ, সম্পদ ও ধর্ম।

১৪ ইসলামেঃ

আল্লাহর জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিদিন নির্দিষ্ট দোয়া, নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট পন্থা-যে পন্থ্ আল্লাহ বলে দিয়েছেন সেই পন্থাতেই আদায় করতে আদেশ দেয়। এটা বান্দার সাথে আল্লাহর সেতু বন্ধন। (নামাযের সময় সূচি শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন।)

১৫ ইসলামঃ

নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিককে অতি সামান্য পরিমাণ সম্পদ বাৎসরিক অভাবীদের মাঝে বিতরণের আদেশ দেয়। একে যাকাত বলা হয়। সম্পদকে পরিশুদ্ধ করা ও তার সম্পদে বৃদ্ধি এবং গবীরদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য এ ব্যবস্থ্।

১৬ ইসলামঃ

বৎসরে এক মাস রোযা রাখতে আদেশ দেয়। রোযা হচ্ছে রমাজান মাসে ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম। গরিবদের কষ্ট উপলব্ধি করা, স্বাস্থ্ সুরক্ষা ও বান্দার আনুগত্যের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ এ বিধান দিয়েছেন।
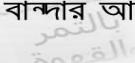
১৭ ইসলামঃ

সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে জীবনে একবার হজ্জ করার আদেশ দেয়। হজ্জ হচ্ছে মক্কায় যাওয়া এবং নির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলীর নাম। এটা ইব্রাহীম, ঈসা, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ আরো অনেক নবীদের আদর্শ।

১৮ ইসলামেঃ

আপনাকে আরো বিশ্বাস করেতে হবে যে, নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সমস্ত মানব মন্ডলীর প্রতি প্রেরিত হন। পূর্ববর্তী নবীগণ যে বাণী প্রচার করেছিলেন তিনিও তাই প্রচার করেন। তবে বিধি নিষেধের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য ছিল বটে। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে জানবে তাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থপন করতে হবে এবং তাঁর নিয়ে আসা বিধানের অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসণরকে গ্রহণ করবেন না।

১৯ ইসলামঃ

নবী মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বিধানাবলী দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন সে অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করার নাম ইসলাম। এই বিধানাবলী বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে(মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলে) হাদীস বিশারদ ইমামদের দ্বারা লিপিবদ্ধ আছে। যেমন- আল বুখারী, মুসলিম আরো অনেক। অধুনা ধর্মের মাঝে মানুষের দ্বারা তৈরীকৃত নতুন সংযোজন-বিদআত ও নানা প্রকার কুসংস্কর যা বিবেক ও ধর্ম বিবর্জিত, তার কোন স্থন ইসলামে নেই।

২০ ইসলামঃ

বিবেককে নানা প্রকার কুসংস্কর ও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করা থেকে মুক্ত করে। তাই পরকালের স্মরণের জন্য কবর যিয়ারতে ইসলাম উৎসাহ দিলেও সাথে সাথে কবরকে সামনে রেখে ঘুরা অথবা কবরের নিকট পশু যবেহ করা অথবা কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া বা তাদের উসিলা চাওয়া ইত্যাদি কাজকে নিষেধ করেছে ।

২১ ইসলামঃ

সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা করার আদেশ দেয় এবং সাথে সাথে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য তার উপকরণ অবলম্বনেরও আদেশ দেয়। সর্বপ্রকার তাবিজ-কবজ ব্যবহার, যাদুকর, গনক ও ভেলকীবাজদের নিকট যাওয়াকে নিষেধ করে, যারা অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে।

২২ ইসলামেঃ

দুটি ঈদ আছেঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। বর্তমানে মানুষের আবিষ্কৃত প্রচলিত নানা প্রকার বিদআতী ঈদ ইসলাম স্বীকার করে না।

২৩ ইসলামঃ

তার অনুসারীদেরকে শরীয়তের বিধানাবলী শিক্ষার আদেশ দেয়। যেমনঃ পবিত্রতা, সালাত, যাকাত, রোযা এবং লেনদেন ইত্যাদি।

যদি

আপনি ইসলাম সম্পর্কে জেনে বুঝে আগ্রহী হন, তাহলে আপনাকে কেবল দুইটি বিষযের (তাওহীদ ও রিসালত) সাক্ষ্য বাক্য উচচরণ করতে হবে। আর তা হলো- আপনি বলবেন ঃ " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله " উচচরণঃ "আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ।" অর্থঃ "আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারে কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।" মাত্র এটুকু বলার মাধ্যমে আপনি মুসলিম হয়ে যাবেন। এর পর এই বাক্য দুইটির দাবী অনুযায়ী আমরণ কাজ করে যাবেন। তাহলে আপনি জান্নাত পেতে পারেন ও দোযখের আগুন থেকে বেঁচে যেতে পারেন।

২৫ ইসলামঃ

নিম্ন বর্ণিত অবস্থ্য় আপনার প্রতি গোসল করা আবশ্যক । সে অবস্থাগুলোঃ আপনার ইসলাম গ্রহণের সময়, যৌন ক্ষুধা বশতঃ বির্যপাত হলে এবং মহিলাদের মাসিক রক্তস্রাব ও প্রসব জনিত রক্ত নিঃসরন শেষে পবিত্র হওয়ার সময়।

২৫ ইসলামঃ

যখন আপনি সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করবেন তখন আপনাকে নিম্ন বর্ণিত পন্থ্য় পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেয়। (পবিত্রতার পদ্ধতি)

১ দু'হাতের কব্জী পর্যন্ত এক, দুই অথবা তিন বার ধৌত করুন।
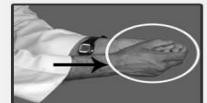
২ কুলি করুন এবং নাকে পানি দিন ও নাক ঝেড়ে ফেলুন, এক, দুই অথবা তিন বার।

৩ মূখ মন্ডল এক, দুই অথবা তিন বার ধৌত করুন।

৪ প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কুনই পর্যন্ত এক, দুই অথবা তিন বার ধৌত করুন।

৫ দু'কান সহ মাথা মাসেহ করুন।

৬ প্রথমে ডান এবং পরে বাম পায়ের গিঁট পর্যন্ত এক, দুই অথবা তিন বার ধৌত করুন।

২৭ ইসলামঃ

নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে আপনাকে সালাত আদায় করার আদেশ দেয় ঃ
১ - আপনি কেবলা মূখী (কাবা ঘর মূখী) হয়ে দু'হাত কান বরাবর উত্তোলন করে বলবেনঃ (اللهُ أَكْبَرُ) "আল্লাহু আকবার"। অতঃপর ডান হাত বাম হাতের উপরে রেখে বুকের উপর রাখবেন। সুরাতুল ফাতিহা পাঠ করবেন। এর পর সুরা ফাতিহা হচ্ছেঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (١)الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٢)
الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (٣)مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٤)إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِيْنُ(٥)اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٦)صِرَاطَ الَّذِيْنَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ (٧)

অর্থঃ করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহর নামে শুরু করছি (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য(২) যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক (৩) যিনি করুণাময় কৃপানিধান (৪) যিনি বিচার দিবসের মালিক (৫) আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আমরা একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি (৬) আপনি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করুন (৭) তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তাদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট। (হে আল্লাহ আপনি এটা কবুল করুন)। এর পর বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে কোরআন থেকে যা পারেন, তাই পড়বেন। যেমনঃ সূরাতুল এখলাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(١)اَللَّهُ الصَّمَدُ(٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ(٣)
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ(٤)

২ - এর পর "আল্লাহু আকবার" বলে রুকু করবেন এবং রুকতে "সুবাহানা রাব্বী আল 'আযীম" বলবেন। এটা কয়েক বার পড়া উত্তম। (আল্লাহু আকবার এর অর্থঃ আল্লাহ মহান, সুবাহানা রাব্বী আল 'আযীম অর্থঃ মাহান প্রভূর পবিত্রা ঘোষণা করছি)
৩ - এর পর "সামিআল্লাহুলিমান হামিদা" বলে রুকু থেকে দাঁড়াবেন। দাঁড়িয়ে মেরুদন্ডের হাড়টি যখন সোজা হবে তখন বলবেনঃ "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" সামিআল্লাহুলিমান হামিদা অর্থঃ যে ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করে তিনি তা শুনেন। "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! সকল প্রশংসা আপনারই।

৪ - এর পর "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদার জন্য অবনমিত হবেন। সিজদায় বলবেনঃ "সুবাহানা রাব্বী আল 'আলা"। এটা কয়েক বার বলা উত্তম। সুবাহানা রাব্বী আল 'আলা অর্থঃ সুমহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

৫ - এর পর "আল্লাহু আকবার" বলে বসবেন এবং বলবেনঃ "রাব্বীগফিরলী"। এটা কয়েক বার বলা উত্তম। রাব্বীগফিরলী অর্থঃ হে আমার রব ! আমাকে ক্ষামা করুন!

৬ - এর পর পূনরায় "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদার জন্য অবনমিত হবেন। সিজাদায় বলবেনঃ "সুবাহানা রাব্বী আল 'আলা"। এটা কয়েক বার বলা উত্তম।

৭- এর পর "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াবেন এবং প্রথম রাকা'আতে যা যা করেছিলেন, তাই দ্বিতীয় রাকাতে করবেন।

৮ - দ্বিতীয় রাকা'আতের সিজদা শেষ করে "আল্লাহু আকবার" বলে প্রথম তাশাহুদের জন্য বসবেন। প্রথম তাশাহুদ হচ্ছে ঃ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণঃ "আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যেবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্‌ নবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালেহীন আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" অর্থঃ "মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় দাসত্ব কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর সকল নেক বান্দদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারে আর কোন উপাস্য নেই এবং এও সাক্ষ্য দিছিচ যে, মুহাম্মাদ তাঁর গোলাম ও প্রেরিত পুরুষ

৯ - যদি নামযটি দু'রাকা'আত বিশিষ্ট হয়, তাহলে নিম্মের নিয়মে শেষ তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবেন। আর যদি নামাযটি চার রাকাত বিশিষ্ট হয় তাহলে প্রথম তাশাহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং প্রথম দুরাকাতে যা যা করেছেন ঠিক তাই পরবর্তী দুরাকাতে করবেন।

১০ - সালাতের শেষে "আল্লাহু আকবার" বলে বসে প্রথমে প্রথম তাশাহুদ এবং পরে শেষ তাশহুদ পড়বেন। শেষ তাশাহুদ হচ্ছে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা ছাল্লাইতা 'আলা ইব্‌রাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইব্‌রাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারীক 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা 'আলা ইব্‌রাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইব্‌রাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এবং তাঁর বংশধরের উপর শান্তি বর্ষণ করুন যেমন শান্তি বর্ষণ করেছিলেন ইব্‌রাহীম ও তার বংশধরদের উপর, নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এবং তাঁর বংশধরদেরকে প্রাচুর্য্য দান করুন যেমন প্রাচুর্য্য দান করেছিলেন ইব্‌রাহীম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীত।

১১ - শেষ তাশাহুদের পর আরো বলবেনঃ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল ক্বাবরি, ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল মাসিহিদ্দাজ্জাল। আর্থঃ হে আমাদের রাব আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আরো আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মরণের ফেৎনা এবং মাসিহিদ্দাজ্জালের ফেৎনা থেকে ।

১২ - এর পর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবেন ঃ "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" এর পর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবেন ঃ "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"। অর্থঃ আপনাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।
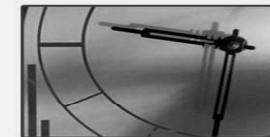
পাঁচ ওয়াক্ত নামায , রাকা'আতের সংখ্যা ও সময় সূচি

নামাযের নাম	রাকা'আত সংখ্যা	সময় (অবশ্যই এটা অনুসরণ করতে হবে)
ফজর	২	ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্য্য উদিত ওয়া পর্যন্ত ।
যোহর	৪	সূর্য্য মধ্য আকাশ থেকে ঢলে পড়া থেকে শুরু করে কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমান হওয়া পর্যন্ত।
আসর	৪	কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমান হওয়ার পর থেকে সূর্য্য হলুদ হওয়া পর্যন্ত ।
মাগরীব	৩	সূর্যাস্তের পর হতে শুরু করে পশ্চিমাকাশের লালিমা দূর হওয়া পর্যন্ত।
ইশা	৪	লালিমা দূর হওয়ার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত।

আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

ASHSHEHEAH ISLAMIC CENTER
P.O.Box No:22 AL-QASSIM - 51973
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ph:00966-6-3300072 Fax: 00966-6-3300082
E-mail:dgsheheah@maktoob.com

مطابع دار الندوة 3696000